দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 17 APR 203

বিশ্বব্যাংক এদেশের উচ্চ শিক্ষা ধ্বংস করছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার বর্তমান অবস্থা শীর্ষক এক সেমিনারে গতকাল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলেছেন, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশে এখন ভয়াবহ দুরবস্থা চলছে। শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ করতে গিয়ে সারাদেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়েছে। শিক্ষকরা এখন অর্থের পেছনে ছুটতে গিয়ে নিজেরাই পড়ালেখা বাদ দিয়েছেন। ফলে ছাত্রদের তারা আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে রাজনীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। আর এর ফলে শিক্ষাঙ্গনে মেধার গুরুত্ব হারিয়ে গিয়ে এক মহানৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। মেধাবীরা এখন শিক্ষকতা পেশায়ও আকৃষ্ট হচ্ছে না। যে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে নতুন কোন মেধার জন্মও হচ্ছে না। বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভয়াবহ মেধার ঘাটতি চলছে উল্লেখ করে তারা বলেন, এর ফলে

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

বিশ্বব্যাংক উচ্চশিক্ষা ধ্বংস করছে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেধার ঘাটতি এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে, সামনে ভয়াবহ জাতীয় দুর্যোগ নেমে আসছে। বক্তারা এদেশের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রকে দুর্বল করার পেছনে বিশ্বব্যাংকের নীতিকেও দায়ী করে বলেন, বিশ্বব্যাংক চায় না আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হোক। উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের তারা এদেশ থেকে বের করে বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করাতে চায়। এ জন্য বিশ্বব্যাংক এদেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমনি কোন অর্থায়ন করতে না তেমনি সরকারকেও প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করতে দিচ্ছে না।

ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ মিলনায়তনে গতকাল বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি আয়োজিত এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ এ টি এম জহুরুল হক এবং আলোচনায় অংশ নেন অর্থনীতি শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ডঃ মোজাফফর আহমদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ আবদুল মমিন চৌধুরী, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ডঃ আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক, দারুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ আযহারউদ্দীন, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল সৈয়দা শামসেআরা হোসেন, অর্থনীতি সমিতির সভাপতি প্রফেসর ডঃ আশরাফউদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সরদার সৈয়দ আহমদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রফেসর ডঃ মোজাফফর আহমদ বলেন, এদেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের নামে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাও সফল হয়নি। ব্যাঙের ছাতার মতো কিন্ডারগার্টেনগুলোকে রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়েছে কিন্তু সেখানে পাঠদানের জন্য নিজস্ব কোন শিক্ষক নেই। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক ভাড়া করে এসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় চলছে। আর এর ফলে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষকরা অর্থলোভে তাদের মূল বিশ্ববিদ্যালয় ফেলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝাঁপ মেরে বেড়াচ্ছেন। ১ জন শিক্ষক ১০/১২টি পর্যন্ত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। অপরদিকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলছে প্রচণ্ড ছাত্র সংকট। ৪৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১টিই ঢাকাতে অবস্থিত হওয়ায় এখন অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় মাসিক ১ হাজার টাকা বেতনের চুক্তিতেও ছাত্র ভর্তি করছে। মাছ বাজারের মতো দরদাম করে এসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অভিভাবকরা সন্তানদের ভর্তি করাচ্ছে। আবার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ একবার ভর্তি হলে তার জন্য পাস সুনিশ্চিত। ছাত্র কিন্তু শিখুক বা না শিখুক তাকে ফেল করানো হয় না। আমাদের দেশে সরকারের জন্য কোন শিক্ষা নীতির দরকার নেই উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ করেন, এদেশের শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব যাদের করা হয় তারা শিক্ষা সম্পর্কে সবচে' কম জানেন। আর যারা শিক্ষা নিয়ে ভাবেন তাদের সাথেও এই মন্ত্রী-সচিবরা কথা বলেন না। তিনি আরো বলেন, শিক্ষক নির্বাচন পুরোপুরি রাজনৈতিকীকরণ করে বর্তমানে শিক্ষার বারোটা বাজিয়ে ফেলা হয়েছে। দেশে বর্তমানে এতো কলেজের প্রয়োজন নেই মন্তব্য করে তিনি লোকসানী ব্যাংকের মতো কিছু কলেজ বন্ধ ও অন্য কলেজের সাথে একীভূত করার পরামর্শ দেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ আবদুল মমিন চৌধুরী রাজনীতির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, শিক্ষকরা নিজেদের শক্তিকে অন্য কোথাও হস্তান্তর করেছে বলেই আজ শিক্ষা ক্ষেত্রেই এই দুরবস্থা চলছে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের মান এখন ভয়াবহভাবে কমে গেছে। এজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় বরাদ্দ থেকে এখন কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের ৯০% সরকার দেয়ার পরেও এ থেকে কোন সুফল পাওয়া যায়নি। বরং বেতন সহায়তায় এই সরকারী সিদ্ধান্ত শিক্ষাক্ষেত্রকে আরো বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তিনি বলেন, দেশের উচ্চ শিক্ষার্থীদের ৯০% নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত কলেজগুলোতে অনার্স, মাস্টার্স এমনকি পাস কোর্স পড়ানোর মতো যোগ্য শিক্ষকের খুবই অভাব রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ এবং কলেজের অর্থনৈতিক সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা রাখে না। বহু কলেজ রয়েছে যেখানে ছাত্র নেই কিন্তু প্রচুর শিক্ষক রয়েছে। আবার বহু কলেজে প্রচুর ছাত্র রয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। ভাড়াটে শিক্ষক দিয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে হচ্ছে। কিন্তু সরকারী কলেজে শিক্ষকের অভাব সবচেয়ে প্রকট। সেখানে ভাড়াটে শিক্ষকও রাখার উপায় নেই। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক অনুযায়ী ছাত্র ভর্তির পরামর্শ দিয়ে আরো বলেন, বেসরকারী এমনকি সরকারী কলেজও অসংখ্য বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স খোলার পেছনে শিক্ষকদের ব্যবসায়ী মনোভাব কাজ করছে। কারণ ছাত্র বেশী হলে নোট বই বেশী বিক্রি হবে এবং প্রাইভেটও বেশী পড়ানো যাবে। তিনি অভিযোগ করেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে দুর্নীতি এতো ব্যাপক যে, দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শিক্ষা এখন তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। শুধু আর্থিক দুর্নীতিই নয়, নৈতিক দুর্নীতিও প্রবল হয়ে উঠেছে। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর মুহাম্মদ আযহার উদ্দীন বলেন, বেসরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগের সময় এখন মেধার মূল্যায়ন হয় না। রাজনীতি আর ডোনেশনই বেসরকারী ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের প্রধান মাধ্যম। অপরদিকে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে যে নিয়োগ হচ্ছে সে ক্ষেত্রেও মেধাবীরা এখন শিক্ষকতা পেশাকে ৮/১০ নম্বর পছন্দে রাখে। তিনি শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল চালুর সুপারিশ করেন।